খসড়া (২৬/১১/২০২৪)

অধ্যাদেশ নং ....., ২০২৪

গ্রামীণ ব্যাংক আইন, ২০১৩ এর সংশোধনকল্পে প্রণীত

অধ্যাদেশ

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে গ্রামীণ ব্যাংক আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫৬নং আইন) এর সংশোধন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; এবং

যেহেতু সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থায় রহিয়াছে এবং রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে;

সেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৩(১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করিলেন:-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।-** (১) এই অধ্যাদেশ গ্রামীণ ব্যাংক (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **২০১৩ সনের ৫৬নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন।-** গ্রামীণ ব্যাংক আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫৬নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর-

(ক) দফা (৫) বিলুপ্ত হইবে;

(খ) দফা (১২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (১২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"(১২) "ভূমিহীন ব্যক্তি" অর্থ এইরূপ কোন ব্যক্তি-

(ক) যিনি বা যাহার পরিবার পঞ্চাশ শতাংশের কম চাষযোগ্য জমির মালিক; অথবা

(খ) যিনি বা যাহার পরিবার এইরূপ স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তির মালিক যাহার মূল্য তিনি সাধারণত-

(অ) যে ইউনিয়নে বসবাস করেন সেই ইউনিয়নের বর্তমান বাজারদর অনুযায়ী এক একর চাষযোগ্য জমির মূল্যের অধিক নহে; বা

(আ) যে পৌরসভায় বসবাস করেন সেই পৌরসভার বর্তমান বাজারদর অনুযায়ী পনেরো শতাংশ জমির মূল্যের অধিক নহে; বা

(ই) যে সিটি কর্পোরেশনে বসবাস করেন সেই সিটি কর্পোরেশনের বর্তমান বাজারদর অনুযায়ী দুই শতাংশ জমির মূল্যের অধিক নহে।"।

৩। **২০১৩ সনের ৫৬নং আইনের ধারা ৪ এর সংশোধন।-** উক্ত আইনের ধারা ৪ এর উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"(১) এই আইনের উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে, Grameen Bank Ordinance, 1983 (Ordinance No. XLV of 1983) এর মাধ্যমে স্থাপিত গ্রামীণ ব্যাংক, যাহা গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্প হইতে উদ্ভূত, এমনভাবে বহাল থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীন স্থাপিত হইয়াছে।

ব্যাখ্যা - এই উপ-ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে "গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্প" অর্থ ১৯৭৬ সালে চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারি থানার জোবরা গ্রামে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের গ্রামীণ অর্থনীতি কর্মসূচি (Rural Economics Programme) এর আওতায় গৃহীত গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্প, যাহা পরবর্তীকালে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং যাহাতে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংক অংশগ্রহণ করে।"।

৪। **২০১৩ সনের ৫৬নং আইনের ধারা ৫ এর সংশোধন।-** উক্ত আইনের ধারা ৫ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "আঞ্চলিক কার্যালয় ও" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

৫। **২০১৩ সনের ৫৬নং আইনের ধারা ৬ এর সংশোধন।-** উক্ত আইনের ধারা ৬ এর উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত "সরকারের" শব্দের পরিবর্তে "বাংলাদেশ ব্যাংকের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৬। **২০১৩ সনের ৫৬নং আইনের ধারা ৭ এর সংশোধন।-** উক্ত আইনের ধারা ৭ এর-

(ক) উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) ও (১ক) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"(১) ব্যাংকের পরিশোধিত শেয়ার মূলধন হইবে তিনশত কোটি টাকা যাহা নিম্নবর্ণিত হারে পরিশোধিত হইবে, যথা:—

(ক) ৫%, সরকার বা তদ্‌কর্তৃক পরিচালিত বা নিয়ন্ত্রিত এইরূপ কোন সংস্থা বা সংগঠন একক, যৌথ বা সম্মিলিতভাবে;

(খ) ৯৫%, ব্যাংকের ঋণ গ্রহীতা (শেয়ার হোল্ডার)।

(১ক) ব্যাংকের ঋণগ্রহীতা (শেয়ারহোল্ডারগণ) ক্রমান্বয়ে পরিশোধিত মূলধন বৃদ্ধির মাধ্যমে উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) এ উল্লিখিত অনুপাত অর্জন করিতে পারিবেন এবং বোর্ড কোন লভ্যাংশ ঘোষণা করিলে উক্ত ঘোষণার সময় পরিশোধিত শেয়ার মূলধনের অনুপাতে লভ্যাংশ বিতরণ করা হইবে।";

(খ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "সরকার" শব্দের পরিবর্তে "বোর্ড" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৭। **২০১৩ সনের ৫৬নং আইনের ধারা ৯ এর সংশোধন।-** উক্ত আইনের ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর -

(ক) দফা (ক) এ উল্লিখিত "৩(তিন)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দের পরিবর্তে "১(এক)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) দফা (খ) এ উল্লিখিত "৯(নয়)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দের পরিবর্তে "১১(এগারো)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৮। **২০১৩ সনের ৫৬নং আইনের ধারা ১০ এর সংশোধন।-** উক্ত আইনের ধারা ১০ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১০ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"১০। **চেয়ারম্যান।-** (১) বোর্ডের একজন চেয়ারম্যান থাকিবেন যিনি পরিচালকগণের মধ্য হইতে বোর্ড কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন।

(২) চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে চেয়ারম্যান তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে বোর্ড, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ব্যতীত, অন্য কোন পরিচালককে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালনের জন্য ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবে।"।

৯। **২০১৩ সনের ৫৬নং আইনের ধারা ১১ এর সংশোধন।-** উক্ত আইনের ধারা ১১ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১১ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"১১। **পরিচালকগণের কার্যকাল।-** (১) নির্বাচিত পরিচালকগণের কার্যকাল হইবে প্রতি মেয়াদে সর্বোচ্চ ৩ (তিন) বৎসর, তবে, পরবর্তী নির্বাচিত পরিচালকগণ দায়িত্ব গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তাহারা পরিচালক পদে বহাল থাকিবেন।

(২) সরকার কর্তৃক নিযুক্ত প্রত্যক পরিচালক তাহার পদে সরকারের সন্তুষ্টি অনুযায়ী প্রতি মেয়াদে সর্বোচ্চ ৩ (তিন) বৎসর বহাল থাকিবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন নির্বাচিত বা উপ-ধারা (২) এর অধীন নিযুক্ত কোন পরিচালক একাদিক্রমে ২ (দুই) মেয়াদের অধিক পরিচালক পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিবেন না এবং কোন পরিচালক একাদিক্রমে ২ (দুই) মেয়াদে পরিচালক পদে অধিষ্ঠিত থাকিলে দ্বিতীয় মেয়াদ শেষ হইবার তারিখ হইতে পরবর্তী ৩ (তিন) বৎসর অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত ব্যাংকের পরিচালক পদে পুনঃনির্বাচিত বা পুনঃনিযুক্ত হইবার যোগ্য হইবেন না।"।

১০। **২০১৩ সনের ৫৬নং আইনের ধারা ১৪ এর সংশোধন।-** উক্ত আইনের ধারা ১৪ এর-

(ক) উপ-ধারা (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগের জন্য প্রার্থী বাছাই এর উদ্দেশ্য বোর্ড অন্যূন ৩ (তিন) জন এবং অনধিক ৫ (পাঁচ) জন সদস্য সমন্বয়ে একটি বাছাই কমিটি গঠন করিবে।";

(খ) উপ-ধারা (৪) এর প্রান্তস্থিত দাড়ি "।" চিহ্নের পরিবর্তে কোলন ":" চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ শর্তাংশ সন্নিবেশিত হইবে, যথা:-

"তবে শর্ত থাকে যে, বোর্ডের বিবেচনায় ব্যাংকের কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের চাকুরীকাল বোর্ড কর্তৃক সর্বোচ্চ ৬৫ (পয়ষট্টি) বৎসর বয়স পর্যন্ত বর্ধিত করা যাইবে।";

(গ) উপ-ধারা (৫) এর প্রান্তস্থিত দাড়ি "।" চিহ্নের পরিবর্তে কোলন ":" চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ শর্তাংশ সংযোজিত হইবে, যথা:-

"তবে শর্ত থাকে যে, অনধিক ৩ (তিন) মাস শূন্যতার ক্ষেত্রে বোর্ড স্বীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উক্ত শূন্যতা পূরণ করিতে পারিবে।"।

১১। **২০১৩ সনের ৫৬নং আইনের ধারা ১৬ এর সংশোধন।-** উক্ত আইনের ধারা ১৬ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১৬ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"১৬। **পদত্যাগ।-** চেয়ারম্যান বা ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা কোন পরিচালক বোর্ডের নিকট লিখিত পত্রযোগে পদত্যাগ করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, বোর্ড কর্তৃক গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত কোন পদত্যাগ কার্যকর হইবে না।"।

১২। **২০১৩ সনের ৫৬নং আইনের ধারা ১৭ এর সংশোধন।-** উক্ত আইনের ধারা ১৭ এর-

(ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "চেয়ারম্যান" শব্দের পরিবর্তে "বোর্ড" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "চেয়ারম্যান এবং অপর ৩ (তিন)" শব্দগুলি, সংখ্যা ও বন্ধনীর পরিবর্তে "৪ (চার)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (৩) বিলুপ্ত হইবে;

(ঘ) উপ-ধারা (৬) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৬) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"(৬) যদি কোন কারণে চেয়ারম্যান বোর্ডের সভায় উপস্থিত হইতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে উপস্থিত পরিচালকগণ সভাপতিত্ব করিবার জন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালক ব্যতীত পরিচালকের মধ্য হইতে একজনকে চেয়ারম্যান নির্বাচিত করিতে পারিবেন।"।

১৩। **২০১৩ সনের ৫৬নং আইনের ধারা ১৯ এর সংশোধন।-** উক্ত আইনের ধারা ১৯ এর-

(ক) দফা (ঙ) এ উল্লিখিত "পল্লী সংস্থা," শব্দগুলি ও কমার পর "ভূমিহীনদের জন্য নিবেদিত" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(খ) দফা (ছ) এ উল্লিখিত "পল্লী এলাকার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের" শব্দগুলি পরিবর্তে "দারিদ্র্য বিমোচনের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৪। **২০১৩ সনের ৫৬নং আইনের ধারা ২১ এর সংশোধন।-** উক্ত আইনের ধারা ২১ এর-

(ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "(১)" সংখ্যা ও বন্ধনী বিলুপ্ত হইবে এবং "সরকারের" শব্দের পরিবর্তে "বাংলাদেশ ব্যাংকের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (২) বিলুপ্ত হইবে।

১৫। **২০১৩ সনের ৫৬নং আইনের ধারা ২৪ এর সংশোধন।-** উক্ত আইনের ধারা ২৪ এর উপ-ধারা (৩) বিলুপ্ত হইবে।

১৬। **২০১৩ সনের ৫৬নং আইনের ধারা ৩৩ এর সংশোধন।-** উক্ত আইনের ধারা ৩৩ এ উল্লিখিত "সরকারের আদেশ ও" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশ ব্যাংকের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৭। **২০১৩ সনের ৫৬নং আইনের ধারা ৩৪ এর সংশোধন।-** উক্ত আইনের ধারা ৩৪ এ উল্লিখিত "সরকার," শব্দ ও কমার পর "বোর্ডের সুপারিশক্রমে," শব্দগুলি ও কমা সন্নিবেশিত হইবে।

১৮। ২০১৩ সনের ৫৬নং আইনের ধারা ৩৬ এর সংশোধন।- উক্ত আইনের ধারা ৩৬ এ উল্লিখিত "সরকার" শব্দের পর ",বোর্ডের সুপারিশক্রমে," শব্দগুলি ও কমাগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

Abdul H. Chowdhury

অধ্যাপক ড. আবদুল হান্নান চৌধুরী
চেয়ারম্যান
পরিচালনা পর্ষদ, গ্রামীণ ব্যাংক